সাঁথিয়া পৌরসভা

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি)

Pourashava Development Plan (PDP) of Santhia Pourashava

১. ভূমিকা

Introduction

১.১ প্রেক্ষাপট

Background

কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল হলেও বাংলাদেশের নগরায়নের হার অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩ সালের হিসাবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ শহরে বাস করে এবং এই শহরে জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ বাস করে সিটি কর্পোরেশনে ও শতকরা ৪০ ভাগ বাস করে পৌরসভায়। এই বিপুল জনসংখ্যা বাংলাদেশের পৌরসভাসমূহের ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর ওপর উল্লেখযোগ্য হারে প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে পৌরসভা পরিচালনায় জনগনের সম্পৃক্ততা কম থাকায় এবং জবাবদিহিতার অভাবসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারনে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থাপনা তুলনামূলক ভাবে দুর্বল। পৌরসভার নিজস্ব আয় কম হওয়ায় সব সময়েই সরকারের বরাদ্দের ওপর পৌরসভাকে নির্ভর করতে হয়। পৌরসভার পরিচালনায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের খুবই অভাব। পৌরসভার ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্ত হয় নাই। অপরিকল্পিত ও দ্রুত নগরায়ন বসবাসকারী জনগনের জন্য ব্যাপক অবকাঠামোসহ নাগরিক সেবার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে- সেই সাথে বাড়ছে নগরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। ফলে শহরের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বর্ধিত জনসংখ্যা কে সুষম সুবিধা প্রদান করতে না পারলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যহত হবে, ব্যহত হবে শহরের গতিশীলতা ও উন্নয়ন। নগর পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শহরের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সমস্যা ও সুযোগসমূহ উদঘাটন করা। এ জন্য শহর সম্পর্কিত সর্ব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণ থেকে সমস্যার ধারাবাহিকতা, গুরুত্ব ও সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাই শহরের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা জরুরী। এই মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরকে ভালভাবে জানা।

সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন এবং জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মতামত ও সুবিধার কথা বিবেচনা করে সাঁথিয়া পৌরসভার জন্য এই পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা পিডিপি প্রনয়ণ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এর প্রজ্ঞাপন মূলে ১৯৯৭ সালের ৮ই নভেম্বর পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলাধীন সাঁথিয়া ইউনিয়ন পরিষদের তফসিল ভুক্ত এলাকাকে সাঁথিয়া পৌরসভা বলে ঘোষণা করেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাঁথিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ১৯টি মৌজা নিয়ে মোট ২৫.২৪ বর্গ কি.মি. জায়গাতেই সাঁথিয়া পৌরসভার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে "গ" শ্রেণীভূক্ত পৌরসভা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশ সরকার সাঁথিয়া পৌরসভার আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ও গুরুত্ব বৃদ্ধির কারনে ২০১২ সালের ২১ শে মে তৃতীয় শ্রেণীর পৌরসভা হতে ২য় শ্রেণীর পৌরসভায় উন্নিত করেন এবং পরবর্তিতে ৩১শে মে ২০১৫ সালে The Local Council Service Rules, 1986 এর ৭(১) (বি) বিধি মোতাবেক সরকার পাবনা জেলাধীন সাঁথিয়া পৌরসভাকে "খ" হতে "ক" শ্রেণীতে উন্নীত করেন।

ইছামতি নদীর দুই তীরে পাবনা শহর গড়ে উঠেছে। এই নদী পাবনা শহরের কাছে পদ্মা থেকে বের হয়ে একদন্ত, আতাইকুলা, সাঁথিয়া, বেড়ার মধ্য দিয়ে হুরাসাগরে পতিত হয়েছে। পাবনা জেলায় প্রবাহিত ইছামতি

মুলত নদী নয়; খাল বিশেষ। নদী পথের যাতায়াতের সুযবিধার্থে ঈশা খাঁ নবাব ইসলাম খাঁর নির্দেশে এটি খনন করা হয়। ইছামতির নামকরণ সম্পর্কে " পাবনা জেলার ইতিহাস" গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

ইছামতি নদীর নামও পাবনার একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত জড়িত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় যখন রাজমহল হইতে ঢাকা বা জাহাঙ্গীর নগরীতে রাজধানীর স্থানান্তরিত হয়, সে সময় স্থল পথে রাজমহল ঢাকা যাইবার সুবিধা ছিল না। পদ্ম ও মহানন্দা নদী ভিন্ন শাখা নদীর কোনো সংযোগ ছিল না অথচ পাবনা প্রদেশ ভয়ানক জলাকীর্ণ স্থান ছিল। এই সময় বাংলার শাসনকর্তা নবাব ইসলাম খাঁ (১৬০৬-১৬১৩) ছিলেন। তিনি যাতায়াতের সুবিধার জন্য সেই সময়ের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইশা খাঁকে একটি খাল কাটিয়া পদ্মা ও যমুনা নদীর সহিত যোগ করিয়া দেওয়ার আদেশ দেন। রাজাজ্ঞায় ঈশা খাঁ পদ্মা হইতে একটি খাল কাটিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত যোগ করিয়া দেন। ঈশা খাঁর নামানুসারে ইছামতি নদীর নাম হইয়াছে।

পৌরবাসীর চাহিদা অনুযায়ী আবর্জনা অপসারণ, পাবলিক টয়লেট নির্মান, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, বাজার স্থাপন, কসাইখানা নির্মাণ, পশুর মৃত দেহ অপসারণ, ইমারত নিয়ন্ত্রন, শহর পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, জননিরাপত্তা, রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপন, জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান পালন, নিরাপদ খাদ্য, সমাজ কল্যান, হতদরিদ্র মানুষদের ত্রান, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, নলকুপ ও শীতবস্ত্র বিতরণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, জ্ঞান চর্চার জন্য পাঠাগারের ব্যবস্থা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনী, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা, বিদ্যুতায়ন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ সমস্ত মৌলিক সেবা সামর্থ্য অনুযায়ী সাঁথিয়া পৌরসভা প্রদান করে আসছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত ঝুকি হ্রাস করণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিরোধ নিস্পত্তি, সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, পৌরসভার সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে জনগনের মুখোমুখী অনুষ্ঠান, আদর্শ সমাজ গঠন, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে জনগণকে বড় বড় শহর বিমূখী করে পৌরসভা মূখী করা, জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা করা হয়। উপর্যুক্ত কার্যক্রমের কারনে পৌরবাসীর সচেতনতার ফলে স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে কর, রেইট, ফিস ও টোল প্রদান করায় রাজস্ব আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে পৌরসভার রাজস্ব আয় ১,৩৮,৭৫,৪৬১/- টাকা। উক্ত আয় দ্বারা উপর্যুক্ত কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে। আদমশুমারী ২০১১ এর হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে পৌরসভার জনসংখ্যা ৩৮৭০৪ কিন্তু পৌরসভার জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রার অনুযায়ী ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত পৌরসভার জনসংখ্যা ৫৬১৪৯ জন সেই হিসাবে দেখা যায় পৌরসভার জনসংখ্যা প্রতি বছরে ১.২৫% বেড়ে যাচ্ছে। বর্তামান যে হারে মানুষ আশে পাশের গ্রাম অঞ্চল থেকে এসে পৌর এলাকায় বসতি স্থাপন করছে তাতে আগামী ২০৪১ সালে সাঁথিয়া পৌরসভার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে প্রায় ৮০,৫৪১ জন হবে। এ বৃদ্ধির হার সাঁথিয়া পৌরসভার নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পেলে আরো বেড়ে যেতে পারে। ফলে আবাসন সংকট বৃদ্ধি পাবে ও কৃষি জমি হ্রাস পাবে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার কারনে জনগণের মৌলিক চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যত্র তত্র কলকারখানা গড়ে উঠার কারনে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সাঁথিয়া পৌরসভার সকল কার্যক্রম গ্রহন করার পূর্বে বিভিন্ন ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটি (WC) এর সকল সদস্যবৃন্দের প্রস্তাবনা, নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর সকল সদস্যদের সুপারিশ এবং পৌর পরিষদের অনুমোদন পাওয়ার পরই বাস্তবায়ন করা হয়। সাঁথিয়া পৌরসভা অনেক খালি জায়গায় বিভিন্ন কলকারখানা ও ইন্ডাষ্ট্রি নির্মাণ হবে ফলে, পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা সহ শিশুদের জন্য শিক্ষা মূলক শিশু পার্ক, পরিকল্পিত শিল্প পার্ক, নিরাপদ পানি, ট্রাক টার্মিনাল, ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অফিস সহ অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার, নির্মান করা প্রয়োজন। সাঁথিয়া পৌরসভার উপর্যুক্ত চলমান কার্যক্রমকে আরো গতিশীলতা আনয়ণ, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রাথমিক ভাবে সাঁথিয়া পৌরসভাকে অনেক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করনের জন্য চেষ্টা চলছে ।

কর্ম-পরিকল্পনা বা সকল কর্মকান্ডের মধ্যে 'জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (GAP) ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Poverty Reduction Action Plan (PRAP) ইত্যাদি সহ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ Pourashava Development Plan (PDP) প্রণয়ন একটি অন্যতম শর্ত। প্রকল্পে আরোপিত শর্তানুযায়ী সকল কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্তবায়নে সক্ষম হলে সাঁথিয়া পৌরসভা প্রকল্পের ২য় ও ৩য় পর্যায়ে উন্নিত হবে এবং প্রকল্পের আওতায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এ জন্যে ২০৪১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন দর্শনকে সামনে রেখে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সাঁথিয়া পৌরসভা পৌর এলাকায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সাঁথিয়া পৌরসভায় পিডিপি প্রণয়ন কার্যক্রমে পৌর জনগণের অংশ গ্রহণমূলক অনুশীলন ও আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণে নাগরিকদের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং বিদ্যমান অবস্থা নিরুপণ ও তার বিস্তারিত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। এ জন্য যে সকল পদ্ধতি বা Tools ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বেইজ লাইন সার্ভে (Secondary Source), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD), ওয়ার্ড কমিটি (WC) এর মতামত, নগর সমন্বয় কমিটির (TLCC) সুপারিশ, নাগরিক সংলাপের মাধ্যমে নাগরিকদের প্রত্যাশা, ওয়ার্ড ভিশন ও পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে স্টেক হোল্ডারদের বিশ্লেষণ এবং পৌর পরিষদের অনুমোদন অন্যতম।

১.২ পিডিপি সম্পর্কিত ধারণা
Overview of PDP

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ধারা ৫০ (গ) এবং দ্বিতীয় তফশিলের ৩২, ৩৩ ও ৩৪ ধারা অনুযায়ী পৌরসভার মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন, জমির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করার বিধান আছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী পৌর এলাকার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনসেবা মূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরন সম্বলিত জরিপ, পৌর এলাকার কোন স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি তথ্য নিয়ে একটি পরিকল্পনা করা হয় যা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা পিডিপি নামে পরিচিত। পিডিপি হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা যাতে পৌর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করতঃ অগ্রাধিকার তালিকা নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং যা কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। পিডিপিতে সুশাসন ও সুপরিকল্পিত নগরায়নের নিমিত্তে পৌরবাসীর চাহিদা মোতাবেক জনস্বাস্থ্য (আবর্জনা অপসারন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, পাবলিক টয়লেট নির্মান, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ইত্যাদি), পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন, বাজার স্থাপন, কসাইখানা নির্মান, রাস্ড়া, ব্রীজ, কালভার্ট, বৃক্ষরোপন, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন এবং বিদ্যুতায়ন সহ সমস্ত কাজের পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ আছে। সাঁথিয়া পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন 'ভিশন' এবং মধ্যম ও স্বল্প মেয়াদী ও উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে একটি PDP (পিডিপি) প্রণয়ন করা হচ্ছে। পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়া করণের উদ্দেশ্যে অভিপ্রায় সমূহ নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(ক) দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন 'ভিশন' ও উন্নয়ন কৌশল এবং মধ্যম ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়নের সামর্থ অর্জন;

(খ) সুশৃঙ্খল আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে একই ধরনের মাপকাঠি অনুসরণ, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করণ, কর্ম সম্পাদনার মানদন্ড নির্ধারণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার প্রবর্তন করা;

(গ) সাঁথিয়া পৌরসভা তাদের নিজেদের দ্বারা নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং প্রবর্তন এবং কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি;

(ঘ) অবকাঠামো ও সেবাসমূহ উন্নয়নের সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সমন্বিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ধারা প্রবর্তন;

(ঙ) কমিউনিটির চাহিদা মোতাবেক অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মহিলা, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার নির্ণয়ে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও নাগরিক সংস্কৃতি ('সিভিক কালচার') প্রবর্তন;

(চ) উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে জেন্ডার বিষয় সমন্বিত করতঃ জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারায় জেন্ডার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ; এবং

(ছ) WC ও TLCC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠির পর্যাপ্ত ও যথার্থ অংশগ্রহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সহ তাদের অংশগ্রহণে PRAP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সমন্বিত করা।

১.৩ পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ঃ
Steps for Processing PDP Preparation

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা, যা পৌর জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করতঃ অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাবনা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। সাঁথিয়া পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন দর্শন এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী কৌশল নির্ধারণ, সুশৃঙ্খল আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, অগ্রাধিকার নিরূপণে একই ধরণের মাপ কাঠির ব্যবহার, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মদ ক্ষতার মাইল ফলক স্থাপন ছাড়াও উন্নত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি ইত্যাদি পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়া করণের মূল অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য।

পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় নিম্নরূপ ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে ঃ

মূল ধাপসমূহ		প্রক্রিয়াসমূহ
ধাপ-১ ঃ	প্রস্তুতি ধাপ (Preparatory Phase)	▪ 'ইনসেপশন ওয়ার্কশপ' আয়োজন ▪ টিএলসিসি (TLCC) গঠন ▪ ডবিউসি (WC) গঠন
ধাপ-২ ঃ	বাস্তব অবস্থা নিরূপণ (Situation Assessment)	**(ক) স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ** **(খ) বিদ্যমান অবস্থার সমীক্ষা ঃ** • বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ (সেকেণ্ডারী সোর্স) • ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) • পোভার্টি ম্যাপিং, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ
ধাপ-৩ ঃ	পৌরসভার উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন	▪ ওয়ার্ড ভিশনিং ▪ পৌরসভার সামর্থ ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis) ▪ পৌরসভা পর্যায়ে ভিশনিং ▪ অগ্রাধিকার নির্ধারণ
ধাপ-৪ ঃ	পৌসভার উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন	▪ সার্বিক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ ▪ অগ্রাধিকার নির্ণয়, প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই

ধাপ-৫ ঃ	আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুত	পৌরসভার আর্থিক চিত্রঃ ▪ রাজস্ব আয় ও ব্যয় বিশ্লেষণ ▪ মোট দেনা নির্ধারণ ▪ ব্যয় নির্ধারণ ও সেক্টর পরিকল্পনা (Sector Planing) প্রস্তুত ▪ আর্থিক ক্রিয়া পদ্ধতি (Financial Operating) প্রণয়ন
ধাপ-৬ ঃ	পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার (Governance Reform) এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ ও দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন	▪ পৌরসভা পর্যায়ে জেণ্ডার একশন প্লান (GAP) প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করণ ▪ পৌরসভা পর্যায়ে দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করণ ▪ দক্ষতা বৃদ্ধির একশন প্লান প্রণয়ন
ধাপ-৭ ঃ	পরিবেশ এবং পুনর্বাসন নির্দেশিকা অনুসরণ	▪ পরিবেশ সংক্রান্ত একশন প্লান প্রণয়ন (প্রয়োজন হলে) ▪ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্লান প্রণয়ন ▪ পুনর্বাসন একশন প্লান প্রণয়ন (প্রয়োজন হলে)
ধাপ-৮ ঃ	খসড়া পিডিপি দলিলের বৈধতা দান ও অনুমোদন	▪ স্টেক হোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় ▪ দলিলের চুড়ান্ত রূপ প্রদান

১.৪ পিডিপির ব্যপ্তি ঃ
Scope of PDP

অবকাঠামো ও সেবা সরবরাহ উন্নতিকরণের আওতায় নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পৌর আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়াও অন্যান্য পৌর সুবিধাদি যথাঃ পৌর মার্কেট,বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং এলাকা, কাঁচা বাজার, কসাইখানা, শিক্ষামূলক পৌর শিশু পার্ক, শিল্প পার্ক, আবাসন সুবিধা, নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সড়ক বাতি, সোলার লাইট, পাবলিক টয়লেট, নিরাপদ পানি সরবরাহ, কাউন্সিলরদের অফিস বিল্ডিংসহ কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার, বস্তি উন্নয়ন, সুইপার কলোনী, বর্জ্য অপসারনের স্থান নির্ধারন, ডাস্টবিন নির্মাণ, যাত্রী ছাউনী, বৃক্ষ রোপন, যানবাহন ও নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, কমিউনিটি সেন্টার/অডিটোরিয়াম নির্মাণ (ইন্টেরিয়র ডিজাইন, লাইট ও সাউন্ড সিস্টেমসহ) নগরের প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য ও জলাধারসহ অন্যান্য নাগরিক বিনোদন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বস্তি বাসীদের জন্য মৌলিক সুবিধা প্রদানসহ নগর পরিবেশের উন্নয়ন।

আর্থিক পরিকল্পনার আওতায় সাঁথিয়া পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ (Review) এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী এবং

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির আওতায় সাঁথিয়া পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ পৌরসভার সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিয়োগ এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী বা Urban Governance Improvement Action Plan (UGIAP) বাস্তবায়ন করা হবে।

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ

Participatory Urban Planning

অংশগ্রহণমূলক নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণে প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিসহ নাগরিক গোষ্ঠি TLCC, WC এবং অন্যান্য কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং পিডিপি প্রণয়নে পর্যায়ক্রমিক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এ ধরণের অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতিতে পিডিপি প্রণয়নের ফলে পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নাগরিকদের মধ্যকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে। ফলশ্রুতিতে উন্নত পৌর সেবা প্রদানের জন্য সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সেবা সরবরাহ দ্রুততর হবে। পিডিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের যৌক্তিক অংশগ্রহণ ছাড়াও তাদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৌরসভা ভিত্তিক Gender Action Plan (GAP) তৈরী করা হয়েছে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয় সমূহ সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

অতিদরিদ্র বান্ধব নগর উন্নয়ন ঃ

Pro-Poor Urban Development

পৌরসভার দারিদ্র হ্রাস করণের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম চিহ্নিত করণ ও প্রণয়নের জন্য পিডিপি'র সাথে দারিদ্র হ্রাস করণ কর্মসূচী (Poverty Reduction Action Plan /PRAP) পিডিপি'র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। PRAP কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি নির্বাচিত বস্তিতে উন্নয়ন কমিটি বা Slum Improvement Committee (SIC গঠন করা হবে। TLCC, WC ও অন্যান্য কমিটিতে পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এ ধরণের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির যথাযথ প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। PRAP বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বস্তি এলাকায় দরিদ্রদের জন্য মৌলিক সেবা প্রদানের নিমিত্তে বাজেটে পর্যাপ্ত পরিমান অর্থের বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।

সাঁথিয়া পৌর এলাকায় অসহায় হতদরিদ্র বস্তিবাসীর একাংশের চিত্র

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ঃ

Private-Sector Participation

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ধারা ৯৫ ও ৯৬ মোতাবেক নগর অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয়েছে। বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, শিল্প পার্ক, শিল্প নগরী, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন, বিনোদন কেন্দ্র যথা- পার্ক, জলাশয়, উদ্যান, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তরের জন্য প্রতিযোগীতা মূলক পদ্ধতিতে বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ছেড়ে দেওয়া হবে। পানি সরবরাহ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এ ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণের বিষয় পরীক্ষা করে বাস্তব ভিত্তিক পদ্ধতি নিরূপণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত দলিলসমূহ অত্র পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঃ

(ক) নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী বা Urban Governance Improvement Action Plan (UGIAP)

(খ) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Poverty Reduction Action Plan (PRAP)

(গ) জেন্ডার এ্যাকশন প্লান বা Gender Action Plan (GAP)

(ঘ) সাঁথিয়া পৌরসভার ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা Land Use Management Plan

১.৫ সাঁথিয়া পৌরসভার পিডিপি প্রনয়ণ
(PDP Preparation in Santhia Pourashava)

সাঁথিয়া পৌরসভায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা' ও 'পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা হ্যান্ডবুক' অনুসরন করে প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শক গণের সহায়তায় সাঁথিয়া পৌরসভার দায়িত্বরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে পৌরসভার পিডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভার এই উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যে FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা ভিশনিং করা হয়, যেখানে সকল শ্রেণী পেশা বা স্টেক হোল্ডারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়। সকল স্টেক হোল্ডারদের প্রয়োজন, চাহিদা, অগ্রাধিকার এবং কোর গ্রুপের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতেই সাঁথিয়া পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। শহরের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল বিষয়কে এই প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি শহরের বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার ভিতরে রয়েছে শহর ব্যাবস্থাপনা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, দারিদ্র ইত্যাদি। এজন্য বিভিন্ন সেক্টরের সাধ্যমত স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। এই স্টাডি গুলো করতে গিয়ে সরাসরি মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও বহু সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া শহরের বেজ লাইন সার্ভে ও আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যও সহায়ক তথ্য হিসাবে পিডিপি প্রণয়ন কাজে লাগানো হয়েছে।

পিডিপি প্রনয়ণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

১। পৌর এলাকাকে আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও উন্মুক্ত স্থান হিসেবে ভাগ করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করা।

২। বর্জ্য পদার্থ অপসারন ও কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসনের স্থান নির্ধারনপূর্বক পরিকল্পনা গ্রহন।

৩। সাঁথিয়া পৌরবাসীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা মূলক পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ;

৪। সাঁথিয়া পৌরসভার নাগরিকদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক ভৌত-অবকাঠামো নির্মাণ ও সেবার মান বৃদ্ধিকরণ;

৫। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং

৬। দেশের সকল নগর উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা ও পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক নগর উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

২. সাঁথিয়া পৌরসভার বিবরণ
Description of Santhia Pourashava

২.১ সাঁথিয়া পৌরসভার অবস্থান
Location of Santhia Pourashava

সাঁথিয়া উপজেলার নাম করণ হয়েছে সাঁথিয়া গ্রামের নামে। কবে থেকে সাঁথিয়া গ্রামের নাম করণ হয়েছে তা এখন বলা দুরূহ (সাঁথিয়ার নাম করণ প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)। তবুও ধারনা করা হয় ৪০০/৫০০ বছর আগে এখানে লোকবসতি শুরু হয়েছিল। সাঁথিয়া গ্রামটির চারপাশেই প্রায় জলাশয় ছিল। গ্রামটির পশ্চিমে ইছামতি নদী ও দৌলতপুর গ্রাম, পূর্বে কাটিয়াদহ বিল ও আফড়া গ্রাম, উত্তরে দক্ষিণ বোয়াইলমারী, গাগড়াখালী, দক্ষিণে নওয়ানী, পিপুলিয়া, ও শশদিয়া গ্রাম অবস্থিত।

সাঁথিয়ার উন্নয়ন খুব বেশি দিনের নয়। বৃটিশ আমলের শেষের দিকে শুরু হয় আধুনিক সভ্যতার চিহ্ন। তার আগে সাঁথিয়ায় না ছিল কোনো রাস্তা-ঘাট, না ছিল কোন স্কুল কলেজ। প্রথম দিকে সাঁথিয়ায় বসিত স্থাপন হয় নদী ও বিল কেন্দ্রিক। ইছামতির কুলে ঘেঁষে যে এলাকাগুলোয় বসতি স্থাপন হয় সেগুলো হলো সাঁথিয়া, করমজা, তলট, সোনাতলা, সরিষা, দৌলতপুর, বোয়াইলমারী, আমোষ, ছেঁচানিয়া, ফেঁচুয়ান, পুটিপাড়া, ধোপাদহ, পোরাট, নন্দনপুর, তেঁতুলিয়া, হলুদঘর, নাড়িগদাই, পাইকষা, রামকান্তপুর, ধুলাউড়ি, লক্ষীপুর, বাউশগাড়ি, আলোকদিয়ার, বিলসলঙ্গী, হাটবাড়িয়া, মাধপুর, জগন্নাথপুর, আতাইকুলা, আত্রাই নদীর তীর ঘেঁষে বোয়াইলমারী, গাঙ্গুহাটি, বনগ্রাম, রসুলপুর, কাশীনাথপুর। কাগেশ্বরীর তীর ঘেঁষে সৈয়দপুর, মানপুর, হুইখালী, কল্যাণপুর, বড়গ্রাম, আধারকুটা, শামুকজানি, পুন্ডুরিয়া, মহিষাকোলা। বলেশ্বরের তীর ঘেঁষে নওয়ানী, সাতবিলা, শালঘর, পুরানচর, গোপিনাথপুর, সাতানীচর, বিলমহিষার চর, চরপাকুড়িয়া, বড়াল নদীর তীর ঘেঁষে সেলন্দা, নাগডেমড়া, পাথাইলহাট। সাঁথিয়ার একমাত্র রাস্তা ছিল সেটাও জেলা পরিষদ হওয়ার পরে। পাবনা থেকে সিরাজগঞ্জ যে সড়কটি ছিল তার একটি অংশ ছিল সাঁথিয়ার উপর দিয়ে। সাঁথিয়ার আতাইকুলা থেকে শুরু হয়ে মাধপুর, সাঁথিয়া, করমজা হয়ে বেড়া দিয়ে সিরাজগঞ্জ। সে রাস্তাটিও ছিল বেশিরভাগই কাঁচা। পাবনা থেকে আতাইকুলা পর্যন্ত ঢালাই রাস্তাটুকু পাকা ছিল। বাদবাকি মাটির রাস্তা। বর্ষার সময় এই পথ দিয়ে গাড়ি চলত না, নৌকাই ছিল যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। দেশ আগায় এলাকার উন্নয়ন হয়। সাঁথিয়া উপজেলাও ব্যতিক্রম নয়। সাঁথিয়ায় জনবসতি শুরু হবার পর কৃষক, তাঁতি, শ্রমিক, তৈলজীবী, কুমার, কামার, জেলে, মৎস্যজীবী, ঘোষ, নাপিত, মুচি, নলে, সুতার, পাল, কাঠমিস্ত্রি- প্রায় সকল পেশার মানুষ বসবাস করতে থাকে। সাঁথিয়ার মানুষ সবসময় অতিথি-পরায়ণ। এখানে সেই আদিকাল থেকে হিন্দু ও মুসলিমের বসবাস। ধর্ম-বর্ণ পেশা নির্বিশেষে সাঁথিয়ার মানুষের ছিল আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। যা এখানো বিদ্যমান আছে। সাঁথিয়া থানা সদরে ধনী বলতে যা বুঝায় তা ছিল না। মধ্যবিত্তের বসবাস ছিল বেশি। বেশিরভাগ মানুষই ছিল অক্ষরজ্ঞান শূণ্য। তবে জমিজমা ছিল সবারই। এখানে সব বছর ফসল ভালো হতো না । এক বছর ভালো হলে অন্য বছর বণ্যা, খরায় ফসল নষ্ট হতো। তবে কেউ না খেয়ে থাকত না। একজন অন্যজনকে সবসময় সাহায্য করত। নৌকা ছিল সেই সময়ে সব বাড়িতে। গরিবদের নৌকা না থাকলেও ডোঙা, কলার ভেলা বর্ষার সময় সব বাড়িতেই থাকত। এ-যুগে কেউ ভাবতেই পারে না এখানে কোনো রাস্তা ঘাট ছিল না। সাঁথিয়া চব্বিশ মাইল সড়ক, সাঁথিয়া, আফড়া, পুন্ডুরিয়া, সড়ক, সাঁথিয়া, ধুলাউড়ি, ডহরজানি সড়ক, সাঁথিয়া নাগডেমরা সড়ক, সাঁথিয়া কালাইচাড়া সড়ক কোনোটিই ছিল না। সবই ছিল হালট বা নালা। এসময় সাঁথিয়া আধুনিকতার জৌলুস না থাকলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানুষের আন্তরিকতা ছিল। হিন্দু- মুসলিম ছিল ভাই ভাই, একে অন্যের পরিপূরক ছিল। ঈদ, রোজ, পুজা, মেলা যাত্রা, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, দোহা গানের আসর বসত বাড়ির আঙিনায়। বর্ষার সময় বাড়িতে বাড়িতে মাছ আর সারারাত শাস্ত্র বলা, পাড়ায় পাড়ায় কিতাব পাঠ ছিল এক আনন্দের গান। ভাতের কষ্ট থাকলেও মনের সুখের কমতি ছিল না। সাঁথিয়া ছিল শান্তির

আগার। তখন সামাজিক ন্যায় বিচার ছিল। অন্যায় করলে তাকে শাস্তি পেতে হতো। গ্রাম প্রধানরা এলাকা দেখ-ভাল করত।

এ গ্রামের ওসমান গনি মির, মাওলানা হাসান আলি মির, বান্দাই ফকির, আহম্মদ আলি ফকির, তফিজ উদ্দিন ফকির, মাঙ্গন মোল্লা, ইয়াজ উদ্দিন মুন্সি, সদর কাজি, কুবাদ আলি মোল্লা, জামাত আলি মুন্সি, শুকুর ব্যাপারী, বদর উদ্দিন, আজিজুল হক ফকির, মছের কাজি, মনছের কাজি, জুলমত কাজি, তালেব মুন্সি উল্লেখযোগ্য মুসলিম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। এ গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে মির বাড়ীর মাওলানা হাসান আলি মির শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও সাঁথিয়া কামিল মদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক ছিলেন। তিনি মুসলমানদের নামাজের জন্য সাঁথিয়া গ্রামে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি সাঁথিয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আহম্মদ আলি ফকির ছিলেন এলাকার বিখ্যাত কবিরাজ। তিনি মানসিক রোগীদের চিকিৎসা করতেন। এছাড়া তিনি এলাকার বিখ্যাত লাঠিবাড়ি খেলার খেলোয়ার ছিলেন। সাঁথিয়া গ্রামটি মুলত মুসলমান ও কারিগরদের আধিক্য ছিল। মুসলমান ছাড়াও হিন্দুদের বাস ছিল গ্রামে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জগেন্দ্রনাথ দাস, সুরেশচন্দ্র দাস, কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী (তিনি কেষ্ট ঠাকুর নামে পরিচিত), সুরেন্দ্রনাথ দাস তাফাল, নিতাই চন্দ্র চক্রবর্তী, পুলিনচন্দ্র দাস, পূর্নচন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র দাস, যোগেন্দ্রনাথ দাস, যতীলাল দাস, সতীশচন্দ্র ভৌমিক, নারায়ণচন্দ্র ভৌমিক, সুশীল কুমার দাস (সুশীল মাস্টার) উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সুরেশচন্দ্র দাস এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত জন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার জামিরতা হাইস্কুলে পড়ালেখা করেছেন। কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী বা কেষ্ট ঠাকুর হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বিখ্যাত ঠাকুর ছিলেন। তিনি পুজা-পার্বণে পুরোহিতের কাজ করতেন। সুরেন্দ্রনাথ দাস তাফালের অনেক জমিজমা ছিল। যতীলাল দাসও অনেক সম্পত্তির মালিক ছিলেন। সাঁথিয়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দাস, চক্রবর্তী, ভৌমিক, নমঃশূদ্র গোত্রের লোক বাস করত। মুলসমানদের মধ্যে ফকির, মুন্সি, কাজি, মোল্লা, মির বংশের লোক বাস করত। সাঁথিয়া গ্রামটি মুলত বর্তমান ফকির পাড়া ও কারিগর পাড়াটাই মুল গ্রাম ছিল। বর্তমানে সাঁথিয়ার আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। সাঁথিয়া বাজার, উপজেলার অবস্থানকে ও সবাই সাঁথিয়া নামে চেনে। গ্রামটির নামেই ইউনিয়ন পরিষদের নাম করণ করা হয়েছিল যা বর্তমানে সাঁথিয়া পৌরসভা নামে পরিচিত।

সাঁথিয়া পাবনা জেলার একটি প্রাচীন জনপদ এবং অন্যতম বৃহত্তম উপজেলা। ইতিহাস-ঐতিহ্যে সাঁথিয়া একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সাঁথিয়া বিভিন্ন দিক থেকে অনেক এগিয়ে। হাঁপানিয়া, করমজা, তলট, সোনাতলা, স্বরগ্রাম, ছাতক-বরাট, পুন্ডুরিয়া গ্রামগুলো ইতিহাসের নানা উপকরণ নিয়ে আজও সাঁথিয়াকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। সাঁথিয়ায় নানা জাতের মানুষের বাস। কবে থেকে সাঁথিয়ায় মানুষ বসতি শুরু হয় তা বলা মুশকিল। তবে সাঁথিয়া যে প্রাচীন এলাকা তার প্রমাণও মেলে। সাঁথিয়ায় ধর্মপালের সময় স্বর্ণরেখ নামের একজন ব্রাহ্মণ করমজা গ্রামের শাসনভার পেয়েছিলেন। বল্লাল সেনের পুরোহিত ভীম ওঝা বাস করতেন সাঁথিয়ার ছাতক-বরাট গ্রামে। জটাধর নাগ নামক প্রতাপশালী ব্যক্তির বাস ছিল হাপানিয়া গ্রামে, যে কিনা বল্লাল সেনের অহংকার ভেঙে দিয়েছিলেন। এই গ্রামে অনেক বৈষ্ণবদের বাস ছিল। কালিয়া কৃষ্ণদাস বাস করতেন সাঁথিয়ার সোনাতলা গ্রামে। এই গ্রামে গোস্বামীদের বাস ছিল তা আজও সুস্পষ্ট। মুলমান শাসনামলে দেবীদাসের ছেলেদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সুলেমান কররানি ছাত্রক-বরাট আক্রমণ করেছিল।

সাঁথিয়া নাম করণ নিয়ে অনেকগুলো জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনশ্রুতিগুলো তুলে ধরা হলো। অতি প্রাচীনকালে এটা ছিল চলনবিলের একটি অংশবিশেষ। পরবর্তীতে বিশাল বিশাল চরই এক-একটি গ্রামে পরিণত হয়। বেড়ার মুজিববাঁধ সৃষ্টির আগ পর্যন্তও এখানে বর্ষার চলনবিলের সেই ভয়ংকর রূপের দেখা মিলতো। এই জনপদের কেই আদি নিবাসী নয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে চর এলাকায় দখল করে গ্রামের সৃষ্টি করে বলে জানা যায়। পরবর্তীতে চরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল সৃষ্টি হয়। সেই জঙ্গলে প্রচুর মেছোবাঘ/শিয়াল ছিল। আমাদের জানামতে সবচেয়ে প্রাচীন বসতি হিসাবে পুন্ডুরিয়া, সোনাতলা, ভিটাপাড়া, মটকা যার নিদর্শন এখনো আছে। অতি প্রাচীনকালে সাঁথিয়া থানা সদরের আশপাশের এলাকা জঙ্গলে পরিপূর্ণ

ছিল। হিংস্র জন্তুর ভয়ে এখানে আসা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কি নৌকায় চড়ে, কি গরুর গাড়িতে চড়ে- কোনোভাবেই কেই সাথী ছাড়া এ স্থান দিয়ে যেতে পারত না। সেকালে 'সাথী নিয়া' বা 'সাথী আয়' বলে সঙ্গীকে নিয়ে এই স্থান দিয়ে চলাচল করতে হতো। পরবর্তীতে এই 'সাথী আয়' শব্দ থেকে এলাকায় নামকরণ হয়- সাঁথিয়া। রাধারমণ সাহার 'পাবনা জেলার ইতিহাসে" ও এর সমর্থন পাওয়া যায়। অতীতে এলাকাটি ছিল বৈষ্ণবদের বসতি। রাধারমণ সাহার ভাষায়, "বৈষ্ণবদিগের অনেকে এদেশের অনেক সাধারণ ইতর ভদ্র লোককে শ্রীক্ষেত্র ও বৃন্দাবনাদি তীর্থক্ষেত্র নিয়ে যায় এবং সাঁথিয়া বা পথ প্রদর্শক নামে পরিচিতি পায়।

আবার কেউ কেউ বলেন, ইছামতি ও সাতবিলার সঙ্গম স্থলের তীরবর্তী দিয়ে প্রথম জনবসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে চিল পাল, জেলে, চুনারুও মন্ডল গোত্র। এদের ব্যবসায়িক কারবার ছিল কাদা, মাটি ও পানি। পালদের কর্দমাক্ত মাটি, জেলেদের জাল থেকে ঝরেপড়া জল, চুনারুদের ঝিনুকের খোসা পোড়ানো ছাই প্রভৃতির সংমিশ্রণে জায়গাটি প্রায় বারো মাসই স্যাঁতসেঁথে থাকত। কালক্রমে এই স্যাঁতসেঁথের সংক্ষিপ্ত রূপ হয়- স্যাঁথে। পরবর্তীতে শুদ্ধ উচারণে হয়- সাঁথিয়া।

মতান্তরে, বারো ভূঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁর শাসনাধীন ছিল পাবনা জেলার কিয়দংশ। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খাঁ ঢাকা আক্রমণ করে মোঘল সেনাপতি শাহবাজ খাঁকে বঙ্গদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। এরপর ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সেনাপতি মানসিংহ ঈশা খাঁর রাজ্য অধিকাংশ দখল করলে ঈশা খাঁ পুনরায় মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেন। জনশ্রুতি আছে যে, মোঘল সৈন্যদের সাথে যুদ্ধের সময় (মতান্তরে, ইছামতি খাল খননের সময়) ঈশা খাঁ তার সঙ্গিনী সাথীবিবিকে নিয়ে এই এলাকায় বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। সাথীবিবি দেখতে সুদর্শনা ছিলেন। এলাকার লোকেরা তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে স্থানটির নামকরণ করেন- সাথীবিবি। পরে তা লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে নাককরণ হয়- সাঁথিয়া। উল্লেখ্য যে, এই এলাকার নদী ইছামতি নামকরণ হয়েছে ঈশা খাঁর নামে।

সাঁথিয়ার দৌলতপুরে হটু ফকির নামে একজন অধ্যাত্মিক পুরুষের আস্তানা ছিল। তার মাজার এখনো দৌলতপুর গ্রামে বর্তমান। এলাকায় জনশ্রুতি আছে যে, হটু ফকির পানির উপর দিয়ে খড়ম পায়ে হেঁটে যেতে পরতেন। এছাড়া তার অনেক কেরামতির কথাও লোকমুখে শোনা যায়। একদিন তার এক ভক্ত কে জিজ্ঞাস করে, 'হুজুর আপনি কেমন করে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যান?' উত্তরে হটু ফকির তার পায়ের খড়ম দেখিয়ে বলে, 'এই সাথী নিয়া চলি।' পরবর্তীতে 'সাথী নিয়া' শব্দটি লোক মুখে ব্যাপক প্রচারিত হয় এবং 'সাথী নিয়া' শব্দটি লোকমুখে বিবর্তিত হয়ে 'সাঁথিয়া'তে রূপ নেয়।

অতি প্রাচীনকালে তথা বৌদ্ধযুগে সাঁথিয়া অঞ্চল পৌন্ড্রবর্ধন বিভাগের অধীনে ছিল। সে-সময়ে এর অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল জলমগ্ন। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা পুন্ডুরিয়া গ্রাম পুন্ড্রবর্ধনের স্মৃতি বহন করছে বলে ধারণা করা হয়। পাল ও সেন আমলে এই অঞ্চলে বরেন্দ্রভূমির আওতাভূক্ত ছিল। পাল শাসনামলে করমজা ও বরাট গ্রামের নাম, যশ ও গৌরব প্রচারিত ছিল। মোঘল শাসনামলে এই অঞ্চল সুবা বাংলার সরকার, পরগণার আওতাভূক্ত হয়। মুর্শিদকুলি খাঁর নবাবি আমলে ও শাহ সুজার আমলে জমিদারি প্রথার প্রবর্তন হলে সাঁথিয়া রাজশাহীর জমিদারির ভাতুরিয়া পরগণার মধ্যে স্থান পায়। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর রাজশাহী জেলা থেকে পাবনা, শাহজাদপুর, রায়গঞ্জ, মথুরা, ক্ষেতুপাড়া, থানা ও যশোর জেলা থেকে ধর্মপুর (পাংশা), কুষ্টিয়া ও মধুপুর থানা নিয়ে পাবনা জেলা গঠিত হয়। এরপর অনেকবার জেলাটির এলাকা ও সীমানার নানারূপ পরিবর্তন ঘটে। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে চাটমোহর থানা এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জ থানার একাংশ নিয়ে তাড়াশ থানা গঠিত হয়। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ৩জুন দুলাই ও সাঁড়া থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধারমণ সাহার "পাবনা জেলার ইতিহাস" গ্রন্থে দেখা যায়- ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মথুরা। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে (সরকারি আদেশ, পি.এল নম্বর ১৬৭৯) সাঁড়া থানা স্থানান্তরিত হয়ে ইশ্বরদী থানা নামকরণ হয়। অনুরূপভাবে পরবর্তীতে দুলাই, মথুরা ও

ক্ষেতুপাড়া থানা যথাক্রমে সুজানগর, বেড়া ও সাঁথিয়া থানায় রূপান্তরিত হয়। ইংরেজ শাসনামলে সাঁথিয়া রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলার দুলাই থানার অধীন ছিল। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে দুলাই থেকে সাঁথিয়া থানা স্থানান্তর হয় সাঁথিয়ায়। তবে সাঁথিয়াতে পুলিশ স্টেশন স্থাপিত হয় থানা স্থাপনের ১৬ বছর পূর্বে । "List of police station in the Bengal presidency" গ্রন্থে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার পুলিশ স্টেশন স্থাপনের কথা পাওয়া যায় । এই গ্রন্থের ৭৬ পৃষ্ঠায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল সাঁথিয়াতে পুলিশ স্টেশন স্থাপনের কথা উল্লেখ আছে। যার সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন হয় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারী। ১৯৮৩খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর সাঁথিয়া উপজেলায় উন্নীত হয়।

বর্তমানে সাঁথিয়া উপজেলায় ২টি থানা আর ৪টি বড় আকারের পুলিশ ফাঁড়ি বিদ্যমান। থানাদুটির একটি সাঁথিয়া সদর, অপরটি আতাইকুলায় অবস্থিত। ফাঁড়ি চারটিঃ কাশিনাথপুর, ধুলাউড়ি, বনগ্রাম ও মাধপুর। মাধপুর ফাঁড়িটি যদিও হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি তবুও এ থেকে জনসাধারণ বেশ সুফল লাভ করে থাকে। জনগণের জানমাল রক্ষায় ও সহিংসতা প্রতিরোধে ফাঁড়ির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই ফাঁড়ি থাকার কারণে থানা গুলোর উপর চাপ অনেকাংশ কমে আসছে এবং জনসাধারণ বেশ উপকৃত হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এর প্রজ্ঞাপন মূলে ১৯৯৭ সালের ৮ই নভেম্বর পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলাধীন সাঁথিয়া ইউনিয়ন পরিষদের তফসিল ভুক্ত এলাকাকে সাঁথিয়া পৌরসভা বলে ঘোষনা করেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাঁথিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ১৯টি মৌজা নিয়ে মোট ২৫.২৪ বর্গ কি.মি. জায়গাতেই সাঁথিয়া পৌরসভার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে "গ" শ্রেণীভূক্ত পৌরসভা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশ সরকার সাঁথিয়া পৌরসভার আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ও গুরুত্ব বৃদ্ধির কারনে ২০১২ সালের ২১ শে মে তৃতীয় শ্রেণীর পৌরসভা হতে ২য় শ্রেণীর পৌরসভায় উন্নিত করেন এবং পরবর্তিতে ৩১শে মে ২০১৫ সালে The Local Council Service Rules, 1986 এর৭(১) (বি) বিধি মোতাবেক সরকার পাবনা জেলাধীন সাঁথিয়া পৌরসভাকে "খ" হতে "ক" শ্রেণীতে উন্নিত করেন।

ভৌগোলিক অবস্থান

- রাজশাহী বিভাগের অর্ন্তগত পাবনা জেলার অর্ন্তভুক্ত সাঁথিয়া উপজেলায় সাঁথিয়া পৌরসভা অবস্থিত।
- জেলা শহরের কেন্দ্রবিন্দু হতে এর দুরত্ব প্রায় ৩০ কিঃমিঃ।
- গ্লোবাল প্রেক্ষিতে সাঁথিয়া পৌরসভার অবস্থান স্থানাংক ২৩°৪৮ হতে ২৪°৪৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°০২ হতে ৮৯°৫০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

এলাকা

বাংলাদেশের উত্তর-দক্ষিণ অঞ্চলে সাঁথিয়ার গড় ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে এ পৌরসভা অবস্থিত। সাঁথিয়া পৌরসভার উত্তরে নাকডেমরা ইউনিয়ন, পূর্বে করমজা কাশিনাথপুর ইউনিয়ন, দক্ষিনে গৌরী গ্রাম ইউনিয়ন এবং পশ্চিমে ধোপাদাহ নন্দনপুর ইউনিয়ন দ্বারা বেষ্ঠিত ।

- মোট ১৯ টি মৌজা ও ৯ টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে সাঁথিয়া পৌরসভা গঠিত যা প্রায় ২৫.২৪ বর্গ কিঃমিঃ;
- ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৮নভেম্বর ১৯৯৭ সাঁথিয়া পৌরসভা উন্নিত হয় প্রতিষ্ঠাকালীন সাঁথিয়া পৌরসভা "গ" শ্রেণী ভুক্ত ছিল এবং বর্তমানে 'ক" শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত;

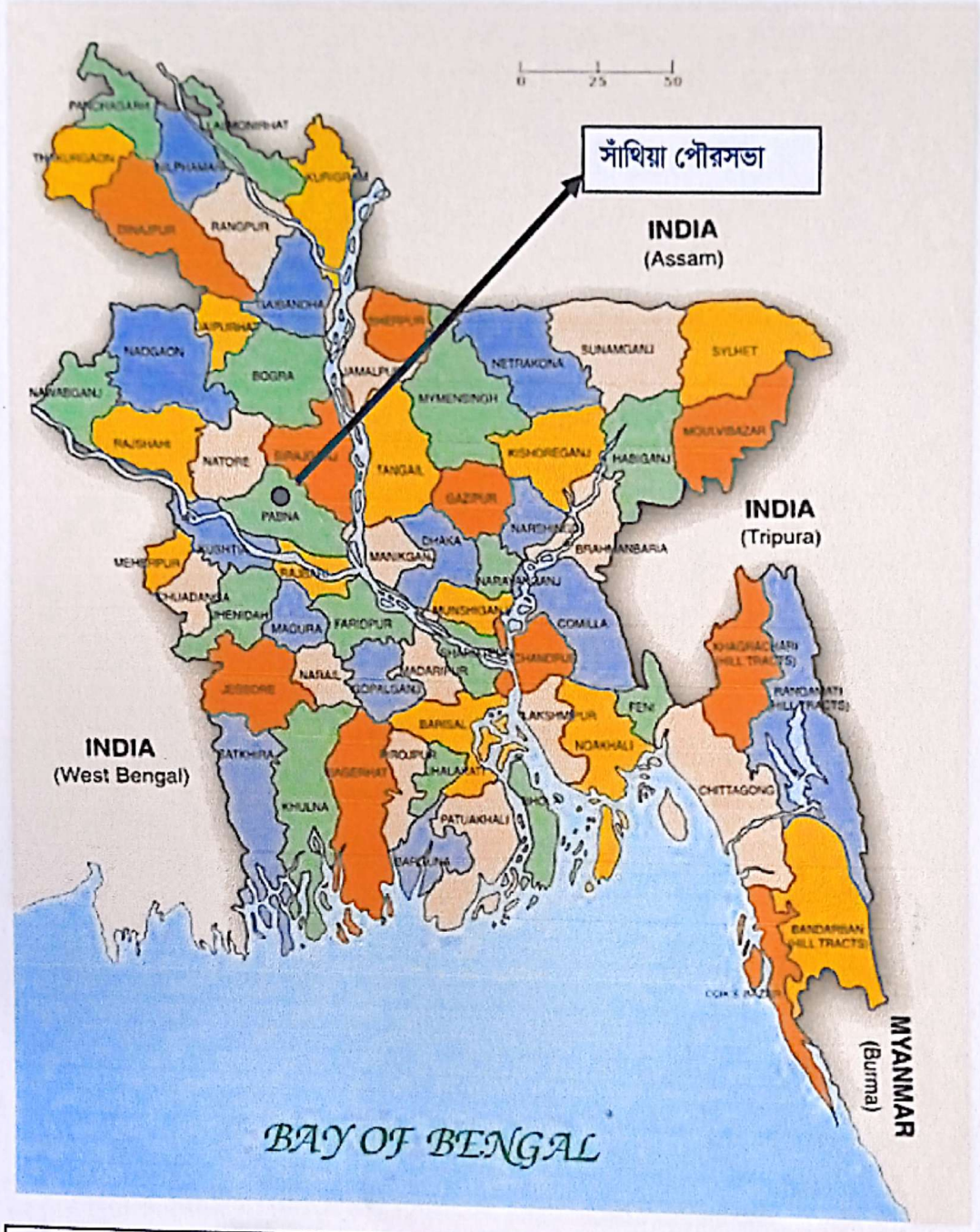

চিত্র বাংলাদেশের মানচিত্রে সাঁথিয়াপৌরসভার অবস্থান

সাঁথিয়া পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক মানচিত্র